

যঈফ ও জাল হাদিস

হাদিস নাম্বারঃ ১৯৯২

১/ বিবিধ

আরবী

إن مريم سألت الله عز وجل أن يطعمها لحما ليس فيه دم، فأطعمها الجراد
ضعيف

رواه العقيلي في "الضعفاء" (435) وتمام في "الفوائد" (1 / 98) والضياء في "المنتقى من مسموعاته بمرو" (2 / 89) وابن عساكر (2 / 267 / 19) عن حفص بن عمر أبي عمر المازني: حدثنا النضر بن عاصم أبو عباد الهجيمي عن قتادة عن محمد ابن سيرين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: أنه سئل عن الجراد؛ فقال: فذكره. وقال العقيلي: "النضر بن عاصم لا يتابع عليه، ولا يعرف إلا به". وقال الأزدي: "متروك الحديث قال الذهبي: "وله إسناد آخر قلت: ثم ساقه من طريق أبي الفضل بن عساكر عن أبي عتبة الحمصي حدثنا بقية بن الوليد حدثنا نمير بن يزيد القيني عن أبيه: سمعت أبا أمامة الباهلي يقول: فذكره مرفوعا، وزاد: فقلت: اللهم أعشه بغير رضاع، وتابع بنيه بغير شيعاء. فقلت (القائل هو الذهبي): يا أبا الفضل (يعني ابن عساكر شيخه): ما الشيعاء؟ قال: الصوت. قال الذهبي: "فهذا الإسناد على ركاكة متنه أنظف من الأول، ويربيني فيه هذا الدعاء، فإنها ما كانت لتدعوبأمر واقع، وما زال الجراد بلا رضاع ولا شيعاء!". قال الحافظ: "وهذا الإشكال غير مشكل لجواز أن يكون الجراد ما كان موجودا قبل!" قلت: وحفص بن عمر المازني في الطريق الأول لم أعرفه، وفي الطريق الثاني أبو عتبة الحمصي، واسمه أحمد بن الفرغ قال الذهبي: "ضعفه محمد بن عوف الطائي، قال ابن عدي: لا يحتج به هو وسط، وقال

ابن أبي حاتم: محله الصدق، ونمير بن يزيد القيني قال الذهبي: " قال الأزدي: ليس بشيء، قلت: تفرد عنه بقية

قلت: فهو مثل النضر بن عاصم، فلا أدري ما وجه قول الذهبي في السند أنه أنظف من الإسناد الأول! والطريق الثاني أخرجه ابن قتيبة في " غريب الحديث " (1 / 103 / 2) من طريق عمرو بن عثمان عن بقية به. وعمرو هذا صدوق، وقد تابعه عيسى بن المنذر عند الحربي في " الغريب " (5 / 106 / 1 - 2) فقد برئت من الحديث عهدة أبي عتبة، وانحصرت الشبهة في بقية أوفي شيخه نمير، والله أعلم

বাংলা

১৯৯২। মারইয়াম আল্লাহর নিকট চেয়েছিলেন যে, তাকে যেন এমন মাংস খাওয়ানো হয় যার মধ্যে রক্ত নেই। তখন তাকে জারাদ খাওয়ানো হয়েছিল।

হাদীসটি দুর্বল।

এটিকে ওকাইলী “আযযুয়াফা” গ্রন্থে (৪৩৫), তাম্মাম “আলফাওয়াইদ” গ্রন্থে (১/৯৮), যিয়া “আলমুস্তাকা মিন মাসমূয়াতিহি বিমারু” গ্রন্থে (২/৮৯) ও ইবনু আসাকির (১৯/২৬৭/২) হাফস ইবনু উমার আবু উমার মাযেনী হতে, তিনি নাযর ইবনু আসেম আবু আব্বাদ হুজাইমী হতে, তিনি কাতাদাহ হতে, তিনি মুহাম্মাদ ইবনু সীরীন হতে, তিনি আবু হুরাইরাহ (রাঃ) হতে, তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে বর্ণনা করেছেনঃ তাকে জারাদ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল। তখন তিনি উত্তরে বলেনঃ ...।

ওকাইলী বলেনঃ নাযর ইবনু আসেমের মুতাবায়াত করা হয়নি আর হাদীসটি একমাত্র তার মাধ্যমেই চেনা যায়। আযদী বলেনঃ তিনি মাতরুকুল হাদীস। হাফিয় যাহাবী বলেনঃ তার আরেকটি সনদ রয়েছে।

আমি (আলবানী) বলছিঃ তিনি আবুল ফাযল ইবনু আসাকির সূত্রে আবু উতবাহ হিমসী হতে, তিনি বাকিয়্যাহ ইবনুল অলীদ হতে, তিনি নুমায়ের ইবনু ইয়াযীদ কাইনী হতে, তিনি তার পিতা হতে বর্ণনা করেছেন, তিনি আবু উমামাহ বাহেলী (রাঃ)-কে বলতে শুনেছেনঃ ... তিনি মারফু’ হিসেবে হাদীসটি উল্লেখ করেছেন। আর বৃদ্ধি করে বলেছেনঃ তিনি (মারইয়াম) বলেনঃ হে আল্লাহ! তুমি তাকে -জারাদকে- (মায়ের) দুখ ছাড়া জীবন ধারণ করার তাওফীক দান কর, আর তার সন্তানদের শব্দ ছাড়া অনুসরণ কর। হাফিয় যাহাবী বলেন, আমি বললামঃ হে আবুল ফাযল (অর্থাৎ তার শাইখ ইবনু আসাকির) শিইয়া’ কি? তিনি বললেনঃ শব্দ। হাফিয় যাহাবী বলেনঃ এ সনদটির ভাষার মধ্যে বক্রতা থাকা সত্ত্বেও এটি বেশী পরিষ্কার প্রথমটির চেয়ে। এ ব্যাপারে আমাকে সন্দেহে ফেলেছে এ

দু'য়াটি। আর তিনি ঘটে যাওয়া ব্যাপারে দুয়া করবেন তা হতে পারে না। কারণ জারাদ দুখ পানও করে আবার শব্দও করে না।

হাফিয় ইবনু হাজার বলেনঃ এ প্রশ্ন কঠিন নয়। কারণ হতে পারে পূর্বে জারাদ ছিল না।

আমি (আলবানী) বলছিঃ প্রথম সূত্রের হাফস ইবনু উমার মাযেনীকে আমি চিনি না। আর দ্বিতীয় সূত্রের আবু উতবাহ হিমসীর নাম হচ্ছে আহমাদ ইবনু ফারাজ, তার সম্পর্কে হাফিয় যাহাবী বলেনঃ তাকে মুহাম্মাদ ইবনু আউফ ত্বাঈ দুর্বল আখ্যা দিয়েছেন। ইবনু আদী বলেনঃ তার দ্বারা দলীল গ্রহণ করা যায় না ...। ইবনু আবী হাতেম বলেনঃ তার অবস্থান সত্যবাদী হিসেবে। আর নুমায়ের ইবনু ইয়াযীদ কাইনী সম্পর্কে হাফিয় যাহাবী বলেনঃ আযদী বলেনঃ তিনি কিছুই না। আমি (যাহাবী) বলছিঃ তিনি উতবাহ হতে এককভাবে বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছিঃ তিনি নাযর ইবনু আসেমের মত। আমি জানি না, হাফিয় যাহাবীর এরূপ কথার ব্যাখ্যা কি যে, প্রথমটির সনদের চেয়ে এটি বেশী পরিষ্কার! দ্বিতীয় সূত্রটিকে ইবনু কুতাইবাহ “গারীবুল হাদীস” গ্রন্থে (১/১০৩/২) আমর ইবনু উসমান সূত্রে বাকিয়্যাহ হতে বর্ণনা করেছেন। আর আমর হচ্ছেন সত্যবাদী। আর ঈসা ইবনুল মুনযির তার মুতাবায়াত করেছেন হারবীর নিকট তার “আলগারীব” গ্রন্থে (৫/১০৬/১-২) অতএব হাদীসটি আবু উতবার সমস্যা হতে মুক্ত। ফলে সমস্যর কেন্দ্রবিন্দু হিসেবে বাকিয়্যাহ অথবা তার শাইখ নুমায়ের রয়ে যাচ্ছেন। আল্লাহই বেশী জানেন।

হাদিসের মান: যঈফ (Dai'f) পুনঃনিরীক্ষিত

পাবলিশারঃ তাওহীদ পাবলিকেশন

🔗 Link — <https://www.hadithbd.com/hadith/link/?id=72875>

📌 হাদিসবিডির প্রজেক্টে অনুদান দিন